তারিখ: ১১-১১-২০০৬ ইং

রাজনীতিতে অসহিষ্ণুতা, অসহনশীলতা এবং দূর্বৃত্তায়ন : বাংলাদেশ কোন পথে?

---------- শেখ মহিউদ্দিন আহমেদ

বাংলাদেশের রাজনীতিতে অসহিষ্ণুতা, অসহনশীলতা এখন সর্বোচ্চ পর্যায়ে বিরাজমান। প্রতিদ্বন্দ্বী এখন প্রতিপক্ষ শত্রু হিসেবে পরিগনিত।একই পরিবারের সদস্যরা এখন রাজনীতির কারনে বিভক্তির শিকার ক্ষেত্র বিশেষে মুখ দেখাদেখিও বন্ধ। কিন্তু এধারার রাজনীতিতে লাভ কাদের। কারা জনগনকে একে অপরের প্রতিপক্ষ বানিয়ে ফায়দা লুটছে? বিএনপি ক্ষমতাসীন হওয়ার পরে সেই মালিবাগ ট্রাজেডির ডা: ইকবাল কি একটি ভবনের কাছ থেকে সুবিধা পায় নাই? শেখ হেলাল কি বহাল তবিয়তে থাকে নাই? আওয়ামী লীগের চিহ্নিত লুটেরাদের কি কিছু হয়েছিল? হয় নাই। যেমনি কোন ক্ষতি হয় নাই বিএনপির লুটেরাদের। আসলে ক্ষমতার কাছাকাছি বা ক্ষমতায় যারা থাকেন তাদের কিছু হয় না। কিন্তু তারা শত্রুতার বিষবাস্প ছড়িয়ে দেন জনতার মাঝে। ছড়িয়ে দেন অসহিষ্ণুতা, অসহনশীলতা যা রাজনৈতিক ফায়দা লোটায় কাজে লাগে। নইলে জনতা অকাতরে প্রান দেয় না রাজপথে, নিজের তাজা বুকের রক্তে তৈরি করেনা নেতা নেত্রীর ক্ষমতায় যাওয়ার সোপান।

আর রাজনৈতিক দূর্বৃত্তায়ন?

বলতেও ভয় লাগে। আমার জন্য না হোক আমার সহকর্মীদের নিরাপত্তা নিয়ে আমি শংকিত হচ্ছি এ চরম সত্যটি বলার আগে। রাজনীতি এখন দূর্বৃত্তদের দখলে। যে যতবর দূর্বৃত্ত সে তত বড় ক্ষমতাবান এবং বড় নেতা। এই দূর্বৃত্তরা রাজনীতির জন্য এখন মাদক ব্যবসাকে পৃষ্ঠপোষকতা করে। রাস্ট্রীয় সম্পদকে টেন্ডার এর নামে ভাগাভাগি করে।নিজেদের খাস বরকন্দাজদের নিরাপদ রাখতে বশংবদদের প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক পদে অধিষ্ঠিত করে। আর এ সারমেয়র দল এক একটি পদে বসে হয়ে যায় রাজনৈতিক দূর্বৃত্তদের পদলেহী, ভুলে যায় জনতার কথা, ভুলে যায় গ্রামে ফেলে আসা বাল্য, কিশোর জীবনের কথা যেখানে হয়তো তার পুরনো বন্ধুটি আজ রাজনৈতিক দূর্বৃত্তদের কারনে তার দ্বারাই প্রতিহিংসার শিকার হয়ে জীবন মৃত্যুর মুখোমুখি।

কিন্তু ক্ষমতা দখলের দূর্বৃত্তদের এই রাজনীতিতে, এই বিশাল রণ আয়োজন, দ্বন্দ্ব সংঘাত, রক্তপাতে জনগনের লাভ কোথায়? জনগন তা বোঝে না। যেমনি বোঝে না কেন সে দল করে। দূর্বৃত্তরা বোঝে তার লক্ষ্য আছে, কিন্তু জনতা জানে না যেদলটির জন্য জীবন বাজী রাখছে তার আদর্শ কি, জনতার উন্নয়নে দলটির প্রতিশ্রুতি কি, কতটুকু পালন করা হয়েছে বিগত দিনে, কতটুকু পালন হবে আগামীতে, জনতার জন্য কেন তারা ব্যর্থ। বিগত ৩ দশকে জনগন না বুঝলেও ক্ষমতাসীনরা ঠিকই বোঝে। তাইতো ক্ষমতার সোনার চামচটি তাদের চাই।

একজোট চায় সব কিছু তাদের সাজানো মত চলুক আর এক জোট চায় সাজানো সংসার ভেংগে দিয়ে নিজের জয়লাভের পথটি পরিস্কার করতে। ২পক্ষের এখেলায় বলি হচ্ছে নীরিহ গর্দভ কিছু জনতা। লাশ হচ্ছে তারা। জনতার লাশের উপর দিয়ে যাদের ক্ষমতা লাভ হয় তারা ক্ষমতায় গিয়ে তাদের খবর রাখারও সময় পায় না। তারা ব্যস্ত হয়ে পড়েন। তবে জনগনের উন্নয়নের জন্য নয়। নিজেদের পকেট উন্নয়ন করার জন্য।

একসময় যাদের পায়ে সেন্ডেল ছিলনা তারা আজ শত কোটি টাকার মালিক।তারা চিনতে পারেনা এমনকি ঐ ব্যক্তিকেও যার টাকায় একদিন তার হয়তো একবেলা এমনকি অনেকদিন সংসারও চলেছে।

বাংলাদেশ এমন একটা বেহেশতখানা যেখানে অবাধে লুটপাট করা যায়। কেউ বাধা দেয় না। যারা খুব সৎ হিসেবে নিজেদের দাবী করেন, আমি দেখেছি তারা অবলীলায় অসৎ আদেশ পালন করেন। যাদের এক ঠ্যাং কবরে চলে গিয়েছে তারাও নিজের বা গোষ্ঠী স্বার্থে কাজ করতে একটুও বিবেকের কাছে লজ্জা পান না।

বাংলাদেশ এখন এমন একটা দেশ যেখানে রাজনৈতিক চোরেরা বুক ফুলিয়ে কথা বলেন।ঘুষ খোরেরা এবং তাদের বউ বাচ্চারা দাপটের সাথে চলে।আর পুলিশ তারা তো বলেই থাকে আকাশের যত তারা পুলিশের তত ধারা। এরা যখন পুলিশে ভর্তি হয় এবং ট্রেনিং নেয় তখন থেকেই এরা পুলিশ হয়ে যায়, এরা আর না থাকে মায়ের না থাকে বাবার। মিথ্যা বলতে এদের কষ্ট হয় না। ফুটপাতের ফেরিওয়ালার টাকা আর বেশ্যার টাকা খেতেও এদের কষ্ট হয় না বিবেকে বাধে না। আর কোহিনুর-আক্কাস মার্কা পুলিশ হলেতো তাদের কথাই নেই। কারো না কারো গোলাম (নাকি কু--?) হয়ে নিজেদের ধন্য করতে ব্যস্ত থাকেন।এরা কখনোই এদের মালিক জনগনের

হতে পারে না। পুলিশ বিদেশে যায়, চাকরি করে, উন্নত সমাজ দেখে, কিন্তু দেশে এসে নিজের কুকাজে লজ্জা পায় না, একবার ভাবেও না তার সন্তানকে একটা ঘুষখোরের সন্তান হিসেবে সমাজ জানে।

রাজনীতি এখন একটি পুতি গন্ধময় স্থানে পরিনত হয়েছে। আমরা যদি স্কুল পড়ুয়া বাচ্চাদের জিজ্ঞেস করি তবে এর সত্যতা পাওয়া যাবে। সবাই জানে রাজনীতি মানে টাকার উৎসস্থল।

আমি যখন বাংলাদেশে রাজনীতি করি সার্বক্ষনিক হিসেবে, আমার চারপাশের জনতা যাদের জন্য আমি কাজ করতাম, তাদের একটাই প্রশ্ন কতটাকা দিতে পারবো, তাদের জন্য, ব্যক্তিগত প্রয়োজনে, স্থানীয় ক্লাবে, মসজিদে, মাদ্রাসাতে, গরিবের ঘরের টিন কিনে দিতে ইত্যাদি নানান প্রয়োজনে। আমি যখন তাদের বুঝাতাম আমি যদি এটা দেই তবেতো তোমাদের উন্নয়ন করা হবে না। আমাকে দুনম্বরি রাস্তায় টাকা কামাই করতে হবে। তখন আমি তোমাদের টাকা মেরেই নিজে বড় হতে হবে আর তোমাদের দিতে হবে। জনতার সহজ কথা। টাকা চাই। টাকা নাই তো তোমাকেও দরকার নাই। তোমার মত ভাল মানুষ চাই না। যে আমাদের তাৎক্ষনিক সমস্যা মিটাতে পারবে তাকেই আমরা নির্বাচিত করবো।

হায়রে জনতা!

তারা সবসময় আমার বিরুদ্ধে মহাচোরকে বিজয়ী করতো। সারা দেশ জানে আমার প্রতিদ্বন্দ্বি বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান ধান্দাবাজ এবং দুই মহিলাকেই ম্যানেজ করে চলেন।

এখন যদি আমরা বর্তমান সংকটকে বিচ্ছিন্ন করে দেখি তবে তা হবে বিশাল ক্ষতের উপর মলমের প্রলেপের মত। বিএনপি আর আওয়ামী লীগ বা এদের দোসরদের মধ্যে পার্থক্যটা কোথায়? সবাই বিদেশী দালালীতে এক্সপার্ট, লুটপাটে সিদ্ধহস্ত, জনতার সমস্যা সমাধানের চিন্তায় উদাসীন।

গত ৩টি সংসদের একটিতেও জনগনের জীবনমান উন্নয়নে একদলও ধারাবাহিক কথা বলে নাই। সংসদে ২-৩ কোটি বেকার এর উন্নয়নে কথা ছিলনা। লাখ লাখ নিরব পতিতার বিষয়ে কথা ছিলনা। ভুমিহীনদের উন্নয়নে কথা ছিলনা। চিকিৎসা ব্যবস্থার উন্নয়নে কথা ছিলনা। আর্সেনিকের ভয়াল ছোবল থেকে পরিত্রানের বিরুদ্ধে কথা

ছিলনা। পুলিশসহ প্রশাসনিক ব্যক্তিদের ঘুষের হিংস্র থাবা থেকে জনগনের মুক্তির বিষয়ে কথা ছিলনা। বিচার বিভাগে সরকারী হস্তক্ষেপ আর বিচারের নামে দীর্ঘসূত্রিতা আর হয়রানীর বিষয়ে কথা ছিলনা। মাদক ব্যবসা বন্ধের বিষয়ে কথা ছিলনা। অশিক্ষার বিরুদ্ধে কথা ছিলনা। জমিদারী ট্যাক্স (প্রচলিত ট্যাক্স ব্যবস্থা) বন্ধ করে জনগনের ভবিষ্যত উন্নয়নমূলক ট্যাক্স ব্যবস্থা চালুর বিষয়ে কথা ছিলনা। রাস্তার টোকাই আর বস্তিবাসীদের উন্নয়নে কথা ছিলনা। পরিবেশ উন্নয়নে কথা ছিলনা। রাজনৈতিক দলগুলোতে লুটেরা ব্যবসায়ীদের, চিহ্নিত সাবেক আমলাদের অন্তর্ভূক্তির বিরুদ্ধ কথা ছিলনা।

তাহলে ছিলটা কি?

ছিল একদল কিভাবে ক্ষমতায় থাকবে আর একদল কিভাবে ক্ষমতায় আসবে এরই নীলনকশা বাস্তবায়নের নাটক।ক্ষমতা এদের কাছে জনগন এমনকি নিজের জীবনের চাইতেও বড়। সন্তানের জীবন ক্ষমতার কাছে তুচ্ছ। ক্ষমতার জন্য এরা যেকোন ভবিষ্যত এবং উঠতি রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে হত্যার সিদ্ধান্ত নিতে একটুও চিন্ত করে না। আর রাজনীতির বেশুমার টাকার জন্য গোপনে এরা করে না এমন কোন কাজ নাই বা সম্পর্ক রাখেনা এমন কোন খারাপ মানুষ নাই। প্রমান চাইলে প্রমান করা সম্ভব নয়। কারন সবাই ভাত খায়। তাই টাকাও খায় এটাই তাদের কথা।আর একারনেই প্রমান নাই। দুপক্ষের কেউই প্রমান জনগনকে দেবেন না কারন তারা জানেন তারা কেউই তুলসী পাতা নন। ঝগড়াতো মাত্র সাময়িক। ক্ষমতায় গেলে প্রধান কর্তারা সব সময়ই বহাল থাকেন। তাদের কোন সমস্যা নাই।

সমস্যা সকল জনগনের। আইন প্রয়োগ সব নীরিহ জনগণের উপর। পুলিশি দাপট আর আদালতের খড়গ সব জনতার উপর, টাকা ওয়ালা আর বর চোর রাজনীতিকদের বিরুদ্ধে নয়। কোটি কোটি টাকার হেরোইন পাচার করেও কেউ জামিন পায় আর ২বোতল ফেন্সিডিল কাছে রেখেও বছরের পর বছর জেলে থাকে।জনতার বিরুদ্ধে মামলা হয় প্রমান ছাড়া, জনতাকেই প্রমান করতে হয় সে নিরপরাধ। আর বড় চোর, ঘুষখোর আমলা পুলিশসহ বড় রাজনীতিকদের (বড় দলের নেতা) বিরুদ্ধে প্রমান জোগার করে মামলা দিতে হয়। আদালতও পুলিশকে বলে না জনতার বিরুদ্ধে অভিযোগের প্রমান জমা দিতে। চার্জশীট তৈরী হয় অনুমানের ভিত্তিতে, একজন ঘুষখোরের অনুমানের ভিত্তিতে। কিন্তু জনগন এর বিরুদ্ধে কথা বলে না। তারা আজো জীবন দেয় বড় চোরদের ক্ষমতায় যাওয়ার রাস্তা তৈরী করতে। এলাকার

বড় নেতা(বড় চোর) যখন তাকে ৫০০ টাকার একটা নোট দেয় আর কাছে টেনে কথা বলে, জনতা যখন ভুলে যায় তার অধিকার আর পাওনার কথা। ভুলে যায় তার আর তার সন্তানের ভবিষ্যতের কথা।ঝাপিয়ে পড়ে লড়াই এর ময়দানে। জয়ী করে আনে এক মহা বড় বাটপার বা চোরকে, যে ৫টি বছর তাকে শোষন করে, শাসন করে অবলিলায়।

হায়রে জনতা!

এদেশে কবে ফিরে আসবে জনতার উপলব্ধি, তার অধিকারের, তার ভবিষ্যতের, আমার জানা নাই। তবে জানি জনগনকে উদ্বুদ্ধ করতে দরকার একজন সৎ নায়কের-রাজনীতিক বা পথ প্রদর্শকের।
আমি বিশ্বাস করি একদিন আবির্ভূত হবেন সেই মহান নেতা যিনি পথ দেখাবেন জনতাকে, যার নেতৃত্বে ধংস হবে দেশের সকল রাজনৈতিক চোর, ঘুষখোর-লুটেরা আমলা আর দূর্নীতিগ্রস্থ পুলিশ সহ সামাজিক টাউট।

সময়ই নেতৃত্ব তৈরী করে দেয়।

জনতার জয় হবে সেদিন। এখেলা থেকে কারো মুক্তি নাই আর এ আপোষের ক্ষমতার খেলায় জনতার লাভ নাই।
সুতরাং আমরা সময় নষ্ট না করে আগামীর জন্য নিজেদের প্রস্তুত করি, যেন আগামীর নেতার পাশে প্রশিক্ষিত কর্মী থাকে। আমরা স্বপ্ন দেখলেও কল্পনা বিলাসী নই। আর এও জানি রাতের পরে সূর্যোদয় হতেই হবে।

শেখ মহিউদ্দিন আহমেদ
লিডার ও প্রেসিডেন্ট,
লিবারেল পার্টি বাংলাদেশ।